যুগান্তর

তারিখ · 08 JAN 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

বেতন স্কেল নিয়ে জটিলতা

সিনিয়র সচিবদের সঙ্গে বসতে রাজি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা

যুগান্তর রিপোর্ট

অষ্টম বেতন স্কেল নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসতে রাজি আছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল। তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'বেতন স্কেল নিয়ে কতিপয় আমলা যে জটিলতা সৃষ্টি করেছেন তা নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী কয়েকজন সিনিয়র সচিবকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই সম্মান দেয়া উচিত। এ জন্যই প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমস্যা নিয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলে আমরা মনে করি। তবে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নামে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেডারেশনকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। অনানুষ্ঠানিক কোনো আলোচনা হবে না।' নতুন বেতন স্কেলের সমস্য নিরসনে ৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কমিটিতে অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, আইনমন্ত্রীসহ সাতজন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী আছেন। মন্ত্রিসভা কমিটি ১ নভেম্বর বেতন-ভাতা বিষয়ে সমস্যা নিরসনে বৈঠক করে। ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠেছে, কমিটিতে শিক্ষকদের সমস্যা নিরসনে যেসব আলোচনা হয়েছে তা বেতন স্কেলের চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপনে স্থান পায়নি। ৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকেও কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রী এ বিষয়টি তোলেন। এসব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের সমস্যা নিয়ে আমলাদের সঙ্গে বসবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি বুধবার ফেডারেশন থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেও বেতন স্কেল নিয়ে জটিলতার জন্য কতিপয় আমলাকে দায়ী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সমস্যা নিরসনে দায়িত্ব পাওয়া সিনিয়র সচিবদের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে টেলিফোন করেন। তিনি সিনিয়র সচিবদের সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের বসার মধ্যস্থতা করতে ওই অধ্যাপককে অনুরোধ করেন। রাতে এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মাকসুদ কামালের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা সমস্যা নিয়ে কোনো আমলার সঙ্গে বসতে আগ্রহী নই। আমরা মনে করি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই জনগণের দুঃখ কষ্ট বেশি উপলব্ধি বেশি করেন। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী সিনিয়র সচিবদের দায়িত্ব দিয়েছেন সে জন্যই আমরা তাদের সঙ্গে বসার ক্ষেত্রে অনাগ্রহী নই। আমরাও চাই সমস্যার সমাধান হোক'।